এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টনে সাইনা ও সিন্ধুর পারফরম্যান্সে খুশি কোচ গোপীচাঁদ।

মাঠে - ময়দানে

ট্র্যাক ছেড়ে ফুটবল মাঠে অনেকদিনই নেমেছেন বোল্ট। আর এখন সেই ফুটবল নিয়ে নার্ভাস তিনি।

এশিয়াডের ৫০ মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় ভারতের সন্দীপ কুমার।

সাফল্যের পুরস্কার হিসাবে ১০ লাখ টাকা ও সরকারি চাকরি

স্টাফ রিপোর্টার : এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মনকে ১০ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এদিন স্বপ্নার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বাড়ি গিয়ে দেখা করেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। রেকর্ড পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান গেমসের হেপ্টাথেলনে সোনা জিতেছেন জলপাইগুড়ির স্বপ্না। এই সোনার মেয়েকে তাই সম্মান জানাতে দেরি করেনি রাজ্য সরকার। ১০ লাখ টাকার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে চাকরির আশ্বাসও। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এদিন সকালে স্বপ্নার পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাতে তার বাড়ি যান পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। তাঁর মাধ্যমেই স্বপ্নার মায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়। স্বপনরা বাবা, দুই ভাই সহ পরিবারের সকলের খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিদেশি সাংবাদিক সেজে মোহনবাগানের গুপ্তচর ইস্টবেঙ্গলে

স্টাফ রিপোর্টার : ডার্বির ঢাকে কাঠি পড়েই গিয়েছে। মাঝে আর মাত্র দুদিন বাকি। তারপরই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বাঙালির আবেগের মহারণ। হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি মোহনবাগান - ইস্ট বেঙ্গল। দুর্গাপুজোর আগে বাঙালির ফুটবলের মিনি ফেস্টিভাল। সেই হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে বুধবার দুই শিবিরই ফাইনাল স্টেজল রিহার‍্যাস্যাল সেরে নিল। কল্যাণীতে মোহনবাগান খেলল জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে আর ইস্টবেঙ্গল তাদের ঘরের মাঠে খেলল জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে। শিল্টন ডিসিলভা ও দিপান্ডা ডিকার গোলে মোহনবাগান জয় পেল ২-০ গোলে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের শুরুতে জাস্টিস মর্গ্যানের গোলে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচ জিতে নিল ২-১ ব্যবধানে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন মেহতাব সিং ও কৌশিক সরকার। কল্যাণীতে ১০ হাজার সমর্থক এসেছিলেন মোহনবাগানের জন্য গলা ফাটাতে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দলের হয়ে গলা ফাটালেন। এদিন ম্যাচের পর দু'টি ঘটনায় কিছুটা হলেও তাল কাটল প্রাক ডার্বির আমেজে। বেশ কিছু ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ক্লাব তাঁবুতে জটলা পাকিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন একজন দর্শকের উদ্দেশ্যে। তাঁদের দাবি, ম্যাচ চলাকালিন তিনি নাকি মোবাইল থেকে ইস্টবেঙ্গল দর্শকদের গালিগালাজ ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি রেকর্ড করছিলেন। ইস্টবেঙ্গলকে কালিমাপ্তি করার জন্যই এই কাজ তিনি করেছেন বলে অভিযোগ। এক লাল-হলুদ সমর্থক বলেন , "এসব রেকর্ড করে ফেসবুকে ছেড়ে আমাদের ক্লাবকে ছোট করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রথমে তিনি নিজেকে বিদেশি সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর আমরা বুঝলাম এ মোহনবাগানের ফ্যান। ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গলে গুপ্তচর পেজে এসেছে।" পুলিশের উপস্থিতিতে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। ওদিকে পুরো ঘটনায় খানিক স্তম্ভিত ইস্টবেঙ্গলের 'লজ্জেন মাসি' বলে পরিচিত যমুনা দাস। তিনি সমর্থকদের ঠান্ডা করতে বলে জানান ,"ওকে ক্ষমা করে দে। আজ আমরা জিতেছি।" অন্যদিকে এদিন ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের গোলদাতা মেহতাব পড়ে যান। এরপর রেফারির বাঁশি বাজতেই লাল-হলুদ খেলা শুরু করে দেয়। জর্জের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য ফেয়ার-প্লের দাবি তুলে বলেন যে, ইস্টবেঙ্গলের বলটা তাদের সীমানায় বাড়ানো উচিৎ ছিল। যদিও ইস্টবেঙ্গল কোচ বাস্তব রায় বিষয়টি মানতে রাজি নন। এমনকি, ক্লাবের কর্তা দেবব্রত সরকার বলেই দেন , "মাঠে রেফারি থিলেন। যা দেখার দেখেছেন।" এছাড়াও প্রশ্ন উঠছে ইস্টবেঙ্গলের জয়সূচক গোল নিয়ে। লাল-হলুদ শিবির জানিয়েছে, গোলটা অধিনায়ক কৌশিকের। যদিও ম্যাচ কমিশনার ভোলানাথ দত্তের রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। তিনি গোলদাতা হিসাবে কাশিম কাশিম আইদারার কথাই উল্লেখ করেছেন। ঘটনাচক্রে কৌশিকের মারা শটে শেষ মুহূর্তে কাশিমের পা লেগেছিল। কাশিম আর জোবির অফসাইডে থাকা নিয়েও ম্যাচ রেফারি ও টিভির ফুটেজের মতপার্থক্য থেকে যাচ্ছে। ডার্বির আগে ৮ ম্যাচ খেলে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট ১৯। গোল পার্থক্যে এগিয়ে সবুজ-মেরুন। এদিন মোহনবাগানের জয়ের খবর পৌঁছে গিয়েছিল বাস্তবের কানেও। লাল-হলুদ কোচ বললেন ,"আমি মোহনবাগানের জয় নিয়ে চিন্তিত নই। ইস্টবেঙ্গল ভাল খেলে জিতেছে।" ডার্বি নিয়ে বাস্তবের সংযোজন ,"ডার্বি হল স্নায়ুর লড়াই। ফিফটি-ফিফটি চান্স।" বাস্তবের সুরেই গলা মেলালেন খেলা দেখতে আসা প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার দীপঙ্কর রায়ও। তিনি বলেছেন , "ডার্বি ফিফটি-ফিফটি ম্যাচ।" অন্যদিকে দেবব্রত জানালেন যে, এখনও পর্যন্ত লাল-হলুদ কোচের নতুন কোনও বিদেশিকে মনে ধরেনি। কথাবার্তা চলছে। ডার্বির পরেও সম্ভবত তারা নতুন বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলবে। সব মিলিয়ে ডার্বির ঢাকে কাঠি পড়ার আগে চেনা উত্তাপ অনুভব করা যাচ্ছে।

এশিয়া কাপ কোয়ালিফায়িং ম্যাচে জয়ী আরব আমিরশাহী, ওমান এবং হংকং

কুয়ালালামপুর/বাজি, ৩০ আগস্ট: কোয়ালিফায়িং ম্যাচে জয় পেল আরব আমিরশাহী। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়া কাপ শুরু। আর শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে অন্য কোন দুটি দল এশিয়া কাপ খেলবে সেটার জন্যই এদিন একাধিক কোয়ালিফায়িং ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। কুয়ালালমপুরে নেপালকে ৭৮ রানে হারাল আরব আমিরশাহী। টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন নেপালের অধিনায়ক পারাস খাদকা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা বেশ ভালই করে আরব আমিরশাহী। ওপেনার আসফাক আহমেদ (৪৫) ও অন্য ওপেনার চিরাগ সুরি (৬৫) রান করেন। এছাড়া আদান মুফতি অপরাজিত ৫৭ রানের ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে, রামেজ শাহজাদ (৩৫) রানের দৌলতে আরবের স্কোর নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৫৪/৯ পৌঁছায়। নেপালের হয়ে ভালো বল করেন সন্দীপ লামাচিনি। তিনি ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৪টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওপেনিংয়ে ব্যর্থ নেপাল ব্যাটসম্যান মালা (৪)। এছাড়াও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছেন অধিনায়ক খাদকা (১৬), সাগর পুন (৩), আরিফ শেখ (৩), কারাণ কেসি (০), পাদুয়েল (১), লামাচিনি (২)। শেষ পর্যন্ত ৪৮.৫ ওভারে ১৭৬ রানে অল আউট হয়ে যায় নেপাল। নেপালের অন্য ওপেনার খাকুরেল ৯৭ বলে ৫০ এবং এইরে ৬৪ বলে ৪০ রান করেন।

অপরদিকে, কুয়ালালমপুরেই সিঙ্গাপুরকে ৫ উইকেটে হারাল হংকং। প্রথমে টসে জিতে হংকং অধিনায়ক অংশুমান রথ বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম ব্যাট করতে নেমে সিঙ্গাপুর মাত্র ১৫০ রানেই গুটিয়ে যায়। সৌজন্যে হংকং বোলার নাদিম আহমেদ। তিনি ৮.২ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩০ রানে ৪টি উইকেট নিয়েছেন। এছাড়াও দুটি করে উইকেট সংগ্রহ করেছেন তানভির আফজাল ও এশান নাওয়াজ। বাকি উইকেট পেয়েছেন এশান খান। সিঙ্গাপুরের হয়ে সর্বাধিক রান করেন অভিরাজ সিং (৭১ বলে ৪২ রান)। মানপ্রিত সিং (৯), অভিরাজ দত্ত (১১), পারাম (০), মুন্ট্রেজা (০), বিজয়কুমার (১) ব্যাট হাতে ব্যর্থ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অধিনায়ক অংশুমান ও মাকুসান ব্যাট হাতে ব্যর্থ হন। তারা যথাক্রমে ০ এবং ৫ রান করেন। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা বাবার হায়াত (২৬) ও নিজাকাত খান (৩৬) রান করেন। কিনচিত শাহ অপরাজিত ৪৭ রানের ও আজিজ খান অপরাজিত ২২ রানের ইনিংস খেলেন। সিঙ্গাপুরের হয়ে ৩টি উইকেট নেন বিজয়কুমার। এছাড়া ১টি করে উইকেট পেয়েছেন আমজাদ মেহবুব ও আরায়ামান সুনীল। অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মালয়েশিয়া এবং ওমান। সেই ম্যাচে মালয়েশিয়াকে ২ উইকেটে হারাল ওমান।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মালয়েশিয়া ব্যাটসম্যান তেমন মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেনি ওমান বোলারদের সামনে। ব্যাট হাতে ব্যর্থ ওপেনার আসফিক শরিফ (০)। ব্যাট হাতে তুলনামূলক অনেক ভাল পারফরম্যান্স করেছেন ভিরানদীপ সিং। তিনি ১১০ বলে ৭৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এছাড়া সুহারি ফেব্রি (২৩), আহমেদ ফৈয়াজ (১৬), সিখ আজিজ (২৭), মহম্মদ আনোয়ার (২৩)। ওমান দলের হয়ে বল হাতে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন বিলাল খান ও ফায়াজ বাট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকেন ওমান দলের ব্যাটসম্যানরা। শেষের দিকে লাচেতার অপরাজিত ৪৪ রানের উপর ভর করে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ওমান। এই জয়ের ফলে দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রান রেটের বিচারে দ্বিতীয় স্থানে ওমান। শীর্ষে রয়েছে আরব আমিরশাহী। লিগ টেবিলের সবার শেষে রয়েছে সিঙ্গাপুর ও নেপাল। দুই দলই দুটি ম্যাচের মধ্যে দুটি ম্যাচই হেরেছে।

সুবিধাজনক জায়গায় ভারত। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ইংল্যান্ড ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান তুলেছে।

সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ ঘোষিত হতে পারে বিসিসিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : এশিয়া কাপ ২০১৮ শুরু হতে বাকি নেই আর বেশি দিন। আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে সংযুক্ত আরব আমিশাহীতে বসবে এশিয়ান ক্রিকেটের সবথেকে জমজমাট এই আসর। এই আসরকে সামনে রেখেই কিছুদিন আগে প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল বিসিসিআই। প্রাথমিক দল থেকে যাচাই-বাছাই করে এবার চূড়ান্ত দল ঘোষণা করার পালা। শোনা যাচ্ছে, আগামী সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ চূড়ান্ত দল ঘোষণা হতে পারে। দলের নির্বাচকরা শীঘ্রই মুম্বইতে দেখা করবেন দল চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে। এদিকে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল কয়েকদিন আগেই এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্য লড়াইয়ের ১৩ তম আসরের চূড়ান্ত সময়সূচী ঘোষণা করেছে। সূচি অনুযায়ী এবারের আসর শুরু হবে সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখ এবং চলবে ২৮ তারিখ পর্যন্ত। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে লড়াই করবে গতবারের রানার্স আপ বাংলাদেশ এবং এশিয়ার আরেকটি শক্তিশালী দল শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তবে, ভারত এবারের আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৮ সেপ্টেম্বর। তাদের প্রতিপক্ষ হবে এশিয়া কাপের কোয়ালিফায়ার গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল টুর্নামেন্টে সুযোগ পাওয়া দল। এর পরের দিনই ভারত খেলতে নামবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে লজ্জাজনক হারের পর এবারই প্রথমবার ভারত তাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে। তাই ভারত যে এই ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে খেলতে নামবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ফাইনালে তারা হারায় শ্রীলঙ্কাকে। এরপর তারা আরও পাঁচবার এশিয়া কাপ জেতে। অপরদিকে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চবার এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় শ্রীলঙ্কা। আর পাকিস্তানের ঝুলিতে রয়েছে দুটি ট্রফি। এদিক ১১ সেপ্টেম্বর শেষ হবে ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এরপর তারা সরা সরাসরি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে।

তৃতীয় রাউন্ডে নাদাল, ছিটকে গেলেন মারে

নিউ ইয়র্ক, ৩০ আগস্ট: প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাতে বিশেষ ঘাম ঝড়াতে হয়নি। স্বদেশীয় ডেভিড ফেরার দ্বিতীয় সেট চলাকালীন প্রচন্ড গরমে অসুস্থ হয়ে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছিলেন রায়ায়েল নাদালকে।

শীর্ষবাছাই রাফা যুক্তরাষ্ট্রে ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডের লড়াই জিতলেন অনায়াসে। কানাডার ভাসেক পোসপিসিলকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা।

২ ঘন্টার লড়াইয়ে নাদাল দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ জিতে নেন ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ সেটে। তৃতীয় রাউন্ডে স্প্যানিশ কিংবদন্তি মুখোমুখি হবেন রাশিয়ার কারেন খাচানোভার। নাদাল সহজ জয় পেলেও ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে ছিটকে গেলেন অ্যান্ডি মারে।

রাফার দেশের ফার্নান্ডেজা ভার্দাস্কোর কাছে ৫-৭, ৬-২, ৪-৬, ৪-৬ সেটে পরাস্ত হন ২০১২'র যুক্তরাষ্ট্র ওপেনসহ তিনবারের গ্র্যান্ডস্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন ব্রিটিশ তারকা। মেনস সিঙ্গলসের বাছাই তারকাদের মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেয়েছেন জুয়ান মার্টিন দেল পোত্রো, ডমিনিক থিয়েম, কেভিন অ্যান্ডারসন, জন ইসানররা।

তৃতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছেন স্তান ওয়ারিঙ্কাও। তৃতীয় বাছাই দেল পোত্রো ৬-৩, ৬-১, ৭-৬ (৪) সেটে হারিয়ে দিয়েছেন ডেনিস কুলনাকে। নবম বাছাই থিয়েম ৬-৭ (৫), ৬-৩, ৫-৭, ৬-৪, ৬-১ সেটে জয় তুলে নিয়েছেন স্টিভ জনসনের বিরুদ্ধে।

পঞ্চম বাছাই অ্যান্ডারসন ৬-২, ৬-৪, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে বিধ্বস্ত করেছেন জেরেমি চার্ডিকে। একাদশ বাছাই ইসনার ৬-৭ (৭), ৬-৪, ৩-৬, ৭-৬ (২), ৬-৪ সেটে পরাজিত করে নিকোলাস জারিকে। ওয়ারিঙ্কা ৭-৬ (৫), ৪-৬, ৬-৩, ৭-৫ সেটে পরাস্ত করেন উগো হাম্বার্টকে। মেয়েদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন উইলিয়ামস বোনেরা। দ্বিতীয় রাউন্ডের বাধা টপকেছেন স্লোয়ান স্টিফেন্স, এলিনা ভিতোলিনা, ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা, একাতেরিনা মাকারোভা, ক্যারোলিনা প্লিসকোভা প্রমুখ।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা